দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 AUG 1996

ঢাকা ভার্সিটির প্রক্টরের পদত্যাগ

মহসীন হল ছাত্রলীগের দখলে ঃ জগন্নাথ হলে গোলাগুলি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বুধবার দিবাগত ভোর রাতে ছাত্রলীগ (শা-পা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত আরও একটি হল দখলে নিয়েছে। ভোর রাতে তারা মহসীন হল দখল করে।

এদিকে একের পর এক বহিরাগতরা হল দখল করছে এবং ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণভার কর্তৃপক্ষের উপর না থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডক্টর নজরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেছেন এবং ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দখলকৃত হলগুলো থেকে বহিরাগতদের বিতাড়িত না করা হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। ক্যাম্পাসে বিভিন্ন হলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে।

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সকালে ছাত্রলীগের বহিরাগত গ্রুপটি কিছু সময়ের জন্য জগন্নাথ হল দখলে রাখে। এ সময় ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপের মধ্যে বেশ কিছু সময় গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটলে দীপু নামে একজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

(৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

মহসীন হল ছাত্রলীগের দখলে ঃ জগন্নাথ হলে গোলাগুলি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার রাত দুটো-তিনটার দিকে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষনের ঘটনা ঘটে। ছাত্রলীগে (শা-পা) মহসীন হলের গেটের দিকে এলে হলের কিছু ছাত্রদল কর্মী তাদের হল দখলে সহায়তা করে। হলের দখল গ্রহণের পর ছাত্রদলের কর্মীদেরকে হল থেকে বের করে দেয়া হয়।

এ সময় তারা কয়েকজন ছাত্রদল কর্মীকে প্রহার করে বলে, ছাত্রদল অভিযোগ করেছে। সকাল ৮টার দিকে ছাত্রলীগ হলের ছাত্রদলের রাজনৈতিক শ্লোগানধর্মী দেয়াল লিখন, পোষ্টার ও জিয়ার দেয়ালে আঁকা প্রতিকৃতি মুছে ফেলে। ছাত্রদল নেতা মাহাবুবুল হক বাবলু ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ছবি ভেঙ্গে ফেলে।

এ সময় ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা সূর্যসেন হলে ছিলো। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে পুলিশ তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ছিল।

ছাত্রদল অভিযোগ করেছে পুলিশের সহায়তায় ছাত্রলীগ, (শা-পা) মহসীন হল দখল করেছে।

এদিকে ছাত্রলীগ (শা-পা) মহসীন হলের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছে এই খবর শুনে শহীদুল্লাহ হল থেকে ছাত্রলীগ (শা-পা) বহিরাগত গ্রুপ শহীদুল্লাহ হল থেকে দ্রুত জগন্নাথ হলের দিকে আসে। এ সময় তারা প্রায় ২০/২৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। কোন প্রকার বাধা ছাড়াই নির্বিঘ্নে হলটির অক্টোবর ভবনে চলে আসে। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত তারা জগন্নাথ হলে অবস্থান করে। পরে দলীয় নেতা-কর্মীরা পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। উভয়পক্ষের মধ্যে এ সময় আরো কয়েক রাউন্ড গুলি ও পুলিশ ১০-১২ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এই গোলাগুলির সময় দীপু নামের একজন ছাত্র হাতে গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দীপু প্রাণীবিদ্যা বিভাগের মাষ্টার্সের ছাত্র বলে জানা গেছে। এ সময় বহিরাগতরা জগন্নাথ হল ত্যাগ করে শহীদুল্লাহ হলে চলে যায়।

বর্তমানে ক্যাম্পাসের অবস্থা খুবই নাজুক। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় আগামী শনিবার অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ও কার্জন হল এলাকার সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের উত্তর পাড়ার হলগুলিতে বিরাজ করছে নীরবতা। গত কয়েকদিনে এক অসহনীয় পরিস্থিতির মুক্তি কামনা করছেন হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

ছাত্রলীগের (শা-পা) বক্তব্য

ছাত্রলীগ (শা-পা) সভাপতি এনামুল হক শামিম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বৃহস্পতিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে জগন্নাথ হল অভিমুখে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণের নিন্দা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্রলীগ (শা-পা) যখন সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশ করছিল। তখন লালবাগ এলাকার ত্রাস নামে চিহ্নিত ছাত্রদলের একজন কেন্দ্রীয় নেতার নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক বহিরাগত মাস্তান কর্তৃক জগন্নাথ হলের গেট থেকে ভেতরে গুলি বর্ষণ করে। বিবৃতিতে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে সকল চিহ্নিত অস্ত্রবাজ মাস্তানকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

বিবৃতিতে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত বিশেষ গোষ্ঠীকে এহেন ন্যক্কারজনক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানিয়েছেন।

জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের নিন্দা

জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের ভিপি সুভাষ সিংহ রায় ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী বৃহস্পতিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে জগন্নাথ হলে ছাত্রদলের মদতে বহিরাগত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক সশস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, বহিরাগত সন্ত্রাসীদের কোন প্রকারে এই হলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। জগন্নাথ হলে শুধু জগন্নাথ হলের ছাত্ররাই থাকবে। অন্য কারো আশ্রয় এ হলে হবে না বলে তারা বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।

৩৬ জন সিনেট সদস্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬ জন সিনেট সদস্য বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিগত কয়েক দিন যাবৎ যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক ভার্সিটি হল ও প্রশাসন দলীয়করণের ফলে ভার্সিটি আজ চরম বিশৃংখলায় নিপতিত।

বিবৃতিতে তারা বলেন, ভিসি একটি বিশেষ দলের পক্ষে সরাসরি অবস্থান নিয়ে তাঁর মন্তব্য, বক্তব্য ও অভিমত বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যক্ত করে ভার্সিটিতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ইন্ধন যোগাচ্ছেন।

তারা বর্তমান অনিশ্চয়তা দূর করে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার স্বার্থে এহেন পক্ষপাতমূলক ভূমিকা অবিলম্বে পরিহার করার জন্য তারা ভিসির প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন অন্যান্যের মধ্যে ডঃ একে আজাদ চৌধুরী, ডঃ এটিএম জহুরুল হক, ডঃ সুলতানা শফি, ডঃ মোহাব্বত খান, ডঃ মুনতাসির মামুন, ডঃ রাজিব হুমায়ুন, ডঃ আ, আ, ম, স, আরেফিন সিদ্দিক, ডঃ আবদুল মান্নান চৌধুরী, রামেন্দু মজুমদার, ডঃ [illegible] মোদাচ্ছের আলী প্রমুখ।